চুনতি রজনী চুনতি রজনী চুনতি রজনী চুনতি রজনী
চুনতি রজনী চুনতি রজনী চুনতি রজনী চুনতি রজনী

চুনতি রজনী
বিচিত্র কাহিনী - ৩

মিজান উদ্দীন খান বাবু

বড়কেশী

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যাদুর বাঁশি ছবি দেখে মধ্য রাতে বাড়ী ফিরছিলেন পঁচিশে যুবক এম.এ. মোনায়েম। তিনি একজন স্বভাব কবি।
বাঁশি নাম ভুমিকায় সুচরিতার অনবদ্য অভিনয়ে অভিভুত কবি ইতিমধ্যেই মনস্থ করেছেন, বাঁশি' নামে একটি কবিতা অবশ্যই তিনি লিখবেন -

পোড়া বাঁশি কেন বাজে হায়
বারে বারে প্রতি বারে আমারে কাঁদায়
পুড়ে হৃদয়
পুড়ে পরাণ
সখি' একবার শুধু বলো
তুমি যে শুধুই আমার
নও কারো আর ।।

রাতার খালের পাশেই কবি বাড়ী। শুধু বাঁশের সাঁকো পার হওয়া। ব্যস। বিশাল উঠোনে খড়ের চকচকে সোনালী গাদা। জোছনায় ঝলমল করছে এ্যাপেলোর রানী মার্কা ঢেউ টিনের বিশাল মিয়াজী আলয়।
ছবি কি এখনো জেগে আছে ? আহা বেচারী তার ছবি দেখার বড্ডো শখ।

: আরে সাঁকো গেলো কই? সব তো দেখছি বটের কেশ! না কি কোন কেশবতীর ঘন কালো চুল! পর্দার মতন নেমে এসেছে সাঁকোর উপরে! উৎস খুঁজতে উপরে তাকিয়ে দেখি হয়তো বটবৃক্ষের মগডালে' অদৃশ্যা নাটের গুরু!

জলকেলী শেষে মন্থন করিয়া শরীর হইয়াছে
শত শত ভাঁজ
আনন্দ লুটিয়ে পড়ে
ভরা যৌবনের গীতে
চুল বেয়ে পড়ে আজি
প্রেমিক কৃষ্ণের সোহাগ' পৌরুষ রাগ ! '

টুটে যায় ভাব। ছুটে আসে নিকষ ভীতি। পেত্নীর মনে কি আছে না জানি! অতঃপর সজোরে উচ্চারণ করেন' দোয়া ইউনুস' আয়াতুল কুরসী' যাবতীয় বিপদকালীন দোয়া।
আস্তে আস্তে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে রূপসী ষোড়শী চাঁদ। সাঁকোর ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন কবি'র বুর্জগ পিতা জনাব এনায়েত আলী মিয়াজী।
- বাবা' বদ-আমলের জন্য তুমি আজ অবশ্যই তওবা করবে'।

....